দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...... 3 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... ২৪ কলাম ... ২

হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা

পটুয়াখালী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতে ছাত্র ভর্তি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ইউজিসির স্থগিতাদেশ ও উচ্চ আদালতের স্থিতাবস্থার নির্দেশ উপেক্ষা করে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে তড়িঘড়ি করে এ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি (অনার্স) কোর্সে ৩০জন শিক্ষার্থী ভর্তির অভিযোগ উঠেছে। অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ২৬ জানুয়ারি বিকাল থেকে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

পটুয়াখালী প্রযুক্তি

২৪ পৃষ্ঠার পর

রাত পর্যন্ত এবং শুক্রবার এসব শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ্যানিম্যাল সায়েন্স এন্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের ৫ বছর মেয়াদি সমন্বিত ডিভিএম কোর্সের পাশাপাশি বর্ধিত কারিকুলামের বিএসসি এ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি (অনার্স) কোর্সে ছাত্র ভর্তির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) স্থগিতের সিদ্ধান্তের ওপর ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থিতাবস্থা রাখতে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। এ নির্দেশ অমান্য করে ছাত্র ভর্তি করে কর্তৃপক্ষ।

কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফোন করে তাদেরকে জরুরিভিত্তিতে ভর্তির জন্য বলা হয়। ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার নিয়ম থাকলেও ভর্তির জন্য প্রদেয় টাকা সরাসরি জমা নেয় কর্তৃপক্ষ। কোন মানি রিসিট দেয়া হয়নি।

এক শিক্ষক জানান, নিয়মবহির্ভূতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। রাতে ফোনে ডেকে ভর্তি করা হয়েছে। এটা নজিরবিহীন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মো. সাখাওয়াত হোসেন পরে কথা বলার পরামর্শ দেন। কিন্তু পরে তিনি আর ফোন রিসিভ করেননি।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি এ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি (অনার্স) কোর্স চালুর অনুমতি দিয়েছিল ইউজিসি। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা আন্দোলন করলে ইউজিসি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। ২৫ অক্টোবর ইউজিসি থেকে জানানো হয়, কমিটির প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত এই কোর্সে ছাত্র ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। ২০ ডিসেম্বর ইউজিসির সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে এক শিক্ষার্থী হাইকোর্টে রিট করলে ৪ সপ্তাহের মধ্যে স্থগিতাদেশের ব্যাখ্যা চায় আদালত এবং ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি শুনানির দিন নির্ধারণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৫ জানুয়ারি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ছাত্র ভর্তির জন্য ২৬ জানুয়ারি দিন ধার্য করে। ২৬ জানুয়ারি হাইকোর্ট স্থিতাবস্থা রাখতে বলে। এ বিষয়ে ইউজিসির আইনজীবী এবিএম বায়েজীদ জানান, ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থিতাবস্থা দিয়েছে আদালত।